বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

মামলা নং- ২৭/২০২২

অভিযোগকারী : বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা

বনাম

প্রতিপক্ষ : ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বসুন্ধরা ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
১২৫/এ, ব্লক-এ, বসুন্ধরা আর/এ, রোড-২, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।

চূড়ান্ত আদেশের তারিখ : ১৮-০৬-২০২৩

কমিশন :
১। জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
২। জনাব সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৩। জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

২৯.৮.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের ২০২২ সনের ৯ম সভার বিবিধ এজেন্ডায় এ মর্মে আলোচনা হয় যে, সাম্প্রতিক সময়ে চালের বাজারে অযৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধির বিষয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রচারিত হয়েছে। চালের মিলার এবং সরবরাহকারী কোম্পানিসমূহ সব ধরনের চালের মূল্য ০৭ টাকা থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছেন। চালের মিলার এবং বাজারজাতকারী কোম্পানিসমূহ প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। চালের মিলার এবং বাজারজাতকারী কোম্পানিসমূহ বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড করছে কি না তা অনুসন্ধানের জন্য জনাব মোঃ সাজেদুর রহমান, সহকারী পরিচালক এবং জনাব শেখ রুবেল, লাইব্রেরিয়ান সমন্বয়ে ২ সদস্য বিশিষ্ট অনুসন্ধান দল গঠন করা হয়। উক্ত অনুসন্ধান দল ১৯/৯/২০২২ তারিখে অনুসন্ধান প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করে। অনুসন্ধান প্রতিবেদনে বলা হয়, চালের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে ২১.০৮.২০২২ তারিখে প্রতিযোগিতা কমিশনে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। উক্ত সভায় খোলা চাল, প্যাকেটজাত করে অধিক মূল্যে বিক্রয়, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির অজুহাতে চালের মূল্য বৃদ্ধি, করপোরেট ব্যবসায়ীদের চাল নিয়ে কারসাজি সংক্রান্ত বিষয়ে জানা যায় যা প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর লংঘন বলে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয়। প্রতিবেদনে চাল প্যাকেটজাতকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা ফুড এ্যান্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডসহ মোট ০৮ প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনের অনুসন্ধান কার্যক্রম অংশে বলা হয়েছে, অনুসন্ধান দল বাবুবাজার, ঢাকা, চালের আড়ত এবং শান্তি নগর কাঁচাবাজার, যাত্রাবাড়ি, মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট ও বিভিন্ন সুপারশপসহ বেশ কয়েকটি বাজার পরিদর্শন করে এবং বিভিন্ন প্রকার প্যাকেটজাত চালের মূল্যের তারতম্য লক্ষ্য করে। ১/৬/২০২২ তারিখে চ্যানেল আই অনলাইন প্রতিবেদনে ৬টি ব্যবসায়ী গ্রুপ চালের বাজারে সিন্ডিকেট করছে শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয় যেখানে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী বলেছেন, বসুন্ধরা, স্কয়ার, এসিআই, সিটি ও প্রাণ চালের বাজারে সিন্ডিকেট করছে। এরা খোলা বাজার থেকে চাল কিনে প্যাকেটজাত করে অপেক্ষাকৃত বেশি দামে বিক্রি করছে। ১৪/৯/২০২২

তারিখে দৈনিক সমকাল পত্রিকায় সুপারশপে চালের দাম বেড়ে যায় ১৫-২০ টাকা শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ১৭-৯-২০২২ তারিখে ঢাকা পোস্ট অনলাইন পত্রিকায় 'প্যাকেটজত পণ্যের দাম বাড়ায় কারা' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যেখানে বলা হয় বাজারে খোলা চাল বিক্রি হচ্ছে ৫৮-৬৫ টাকায়, একই চাল প্যাকেটজাত করে বিক্রি করা হচ্ছে ৭৫-৭৮ টাকায়। এছাড়াও দৈনিক সমকাল পত্রিকায় 'একই মানের চাল প্যাকেটজাত করে নেয়া হচ্ছে বাড়তি দাম' শিরোনামে ১৭.৯.২০২২ তারিখে খরব প্রকাশিত হয়। অনুসন্ধান প্রতিবেদনের শেষাংশে নিম্নবর্ণিত মতামত উল্লেখ করা হয়:

"(১) চালের (প্যাকেটজাত) বাজারে কৃত্রিম সংকট নিরুপণ বিষয়ক অভিযোগটি প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লঙ্ঘন করেছে।

(২) উপরিউক্ত অভিযোগটিতে প্রতিযোগিতা বিরোধী সংশ্লিষ্টতা আছে বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়।"

<u>কমিশনের কার্যক্রম:</u>

উক্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদনের বিষয়ে ১৯/৯/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের ২০২২ সনের ১০ম সভায় আলোচনা হয় এবং চালের মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত বৃহৎ কোম্পানি হিসেবে বসুন্ধরা গ্রুপসহ মোট ০৮ টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) লংঘনের বিষয়ে স্বপ্রণোদিতভাবে পৃথক পৃথক মামলা রুজু করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

২৮/৯/২০২২ তারিখে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্বপ্রণোদিতভাবে ২৭/২০২২ নং মামলা রুজু করা হয় (মামলা নং- ২৭/২০২২, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম চেয়ারম্যান, বসুন্ধরা ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ১২৫/এ, ব্লক-এ বসুন্ধরা আর/এ, রোড-২, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯, ফ্যাক্টরি, পানগাঁও, কোন্ডা, দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা- ১৩১১)। কমিশনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ নাজমুল হোসেন কর্তৃক ২৮.০৯.২০২২ তারিখে স্বাক্ষরিত অভিযোগ বিবরণীতে বলা হয়, অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্যানুযায়ী আপনার প্রতিষ্ঠান চালের বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরিতে জড়িত থাকার বিষয় প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়। অভিযোগ বিবরণীতে অনুসন্ধান প্রতিবেদনে বিবৃত বিভিন্ন পত্রিকার এ সংক্রান্ত প্রকাশিত খবরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্যাকেটজাত চালের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে নির্ধারণ করে চালের সরবরাহ, বাজার এবং সেবার সংস্থানকে সীমিত বা নিয়ন্ত্রণ এর মাধ্যমে বাজারে প্রতিযোগিতার পরিপন্থী কাজ করে বিরুপ প্রভাব বিস্তার করেছে বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয় যা প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের একটি অপরাধ। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৮.৯.২০২২ তারিখে অভিযোগ বিবরণীটি রিসিভ করা হয়। ২১-৯-২০২২ তারিখে ২৬.১২.০০০০.১০৯.৯৯.০০২.২০.২৭৮ নং স্মারকমূলে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে অভিযোগের বিষয়াবলি সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং ২৮/৯/২০২২ তারিখে শুনানিতে হাজির থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

২৮.৯.২০২২ তারিখে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী কমিশনে হাজির হয়ে ওকালতনামা দাখিল করে জানান যে, বসুন্ধরা গ্রুপের অন্তর্গত কোন কোম্পানি ধান চালের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নয় বিধায় অত্র মামলা চালু থাকার কোন সুযোগ নেই। একই সাথে পত্রনামী মুলতবী করে অনুসন্ধান প্রতিবেদনের কপি সরবরাহ করার জন্য এবং সময় মঞ্জুর করার জন্য অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়।

১৬/২/২০২৩ তারিখে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞ আইনজীবী লিখিতভাবে জানান যে, প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী কমিশনের নিকট যখন ১৫ ধারার অধীন কোন প্রতিযোগিতা পরিপন্থীমূলক চুক্তি করার অথবা ১৬ ধারার অধীন কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার করার বিষয় যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করার কারণ থাকে শুধুমাত্র তখনই কমিশন তদন্ত করতে পারে। অত্র মামলায় প্রতিপক্ষের কোন চুক্তি দ্বারা অথবা কিভাবে তাদের অবস্থানের অপব্যবহারের মাধ্যমে চালের বাজারে প্রতিযোগিতার পরিপন্থী কাজ করে বিরুপ প্রভাব বিস্তার করেছে সে বিষয়ে কোনরুপ বর্ণনা ছাড়াই কমিশন অত্র মামলা দায়ের করেছে। ১৮ ধারার বিধান মোতাবেক

প্রতিযোগিতার পরিপন্থীমূলক কাজের অভিযোগ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে কমিশন সন্তোষ্ট না হয়ে কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর অধীন অপরাধ বিবেচনার ক্ষেত্রে কোন চুক্তি বা সমঝোতা বা ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশের অভিযোগ নেই বিধায় তথাকথিত অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ করা বা চালের সরবরাহ, বাজার বা সেবার সংস্থাকে সীমিত বা নিয়ন্ত্রন করা ধারা ১৫ এর অধীন অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করার কোন সুযোগ নেই। প্রতিপক্ষ বরাবর কমিশন হতে ২১/৯/২০২২ ও ১০/১০/২০২২ তারিখে ইস্যুকৃত নোটিশ থেকে স্পষ্ট যে, কমিশন প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের উপকরণ মূল্য, উৎপাদন ব্যয় এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিপক্ষের উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের যথাযর্থতা নিরুপনের কার্যধারা রুজু করেছে। প্রতিযোগিতা আইনের ভাষায় এজেন কার্যধারা অপরিমিত মূল্য মামলা নামে পরিচিত। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৬ এর বিধান ব্যতীত অন্য কোন ফোরামে কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা রুজু করার পূর্ব শর্ত হচ্ছে উক্ত প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বাজারে কর্তৃত্বময় অবস্থানের অধিকারী কি না তা নিশ্চিত হওয়া। প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান চালের বাজারে কর্তৃত্বময় অবস্থানের অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও এবং কমিশন এ বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই অত্র মামলাটি রুজু করেছে।

অত্র মামলায় কমিশন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ১৫ ধারায় যোগসাজশে অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণের অভিযোগ আনায়ন করেছে ১৬ ধারার অধীনে নয়। যদিও মামলার বিষয়বস্তু পুরোটাই ১৬ ধারার অধীনে অপরিমিত মূল্য মামলা এর আওতাধীন। ১৫ ধারার অধীনে অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ এবং ১৬ ধারার অধীনে অপরিমিত মূল্য বৃদ্ধি দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এ অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি নির্ধারণ এবং অপরিমিত মূল্য বৃদ্ধি বিষয়ে মামলা আনায়ন করার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত সুনির্দিষ্ট শর্তাবলি নির্ধারণ করে দিয়েছে যা পূরণ ব্যতিরেকে কোন মামলা দায়ের হলে তা সরাসরি খারিজযোগ্য। অত্র মামলার অভিযোগ কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত নয় এবং কমিশন কোনভাবেই কোন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কোন পণ্য বা সেবার বাজার মূল্য নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ করার এখতিয়ার রাখে না।

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ১৫ ধারার উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এ বর্ণিত অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ প্রকৃত প্রস্তাবে অপরিমিত মূল্য মামলাকে বৈধতা দেয় না। ১৫ ধারার অধীন অপরাধ বিবেচনার ক্ষেত্রে কোন চুক্তি বা সমঝোতা বা ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশের অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক। উক্ত ধারায় বর্ণিত 'ক্রয় বা বিক্রয়মূল্য অস্বাভাবিকভাবে নির্ধারণ করে' মর্মে আইনি বিধান মূলত: যোগসাজশে মূল্য নির্ধারণকে বুঝিয়েছে যা কোনভাবেই একটি নির্দিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পণ্যের অপরিমিত মূল্য বৃদ্ধি এর যথার্থতা যাচাইয়ের কার্যধারাকে অনুমোদন দেয় না। কোন একটি নির্দিষ্ট বাজারে ব্যবসারত একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এর যোগসাজশে যখন তাদের কোন পণ্য বা সেবার মূল্য অস্বাভাবিকভাবে নির্ধারণ করে বাজারে নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ওলিগোপলি অবস্থার সৃষ্টি করে তখন কমিশন উক্ত যোগসাজশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে আইনের ১৫ ধারার অধীন সংশ্লিষ্ট চুক্তি, যোগসাজশ বা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। কোন একটি নির্দিষ্ট মার্কেট অপারেটর কর্তৃক তার নিজস্ব পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে নির্ধারণ করার অভিযোগ বিষয়ে তদন্ত করা কমিশনের এখতিয়ার বহির্ভূত। কারণ, উক্তরূপ মূল্য নির্ধারণ কোনভাবেই বাজারে প্রতিযোগিতায় বিরুপ প্রভাব বিস্তার করে না বরং অনেকাংশে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করে। যেহেতু প্রতিপক্ষ ধান চালের ব্যবসার সাথে জড়িত নয় এবং কোনভাবেই প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান চালের সরবরাহ, বাজার বা সেবার সংস্থানকে সীমিত বা নিয়ন্ত্রণ করেনি সেহেতু মামলাটি নথিজাত করার জন্য প্রতিপক্ষ অনুরোধ জানায়।

অত্র মোকদ্দমার ০৭.১২.২০২২ তারিখের আদেশে মামলার অভিযোগের বিষয়াবলি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত তদন্ত দল ১৮/১/২০২৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত মতামত প্রদান করা হয়:

"(১) অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সরেজমিন পরিদর্শন ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের লিখিত বক্তব্য গ্রহণপূর্বক এবং চালের বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজার, সুপারশপ পরিদর্শনকালে তদন্ত দলের নিকট পরিলক্ষিত হয় যে, বাজারে বসুন্ধরা ব্র্যান্ডের আটা (বসুন্ধরা আটা), ময়দা (বসুন্ধরা ময়দা), সুজি (বসুন্ধরা সুজি), পাস্তা (বসুন্ধরা পাস্তা), নুডলস (বসুন্ধরা নুডলস), ম্যাকারনি (বসুন্ধরা ম্যাকরনি), সেমাই (বসুন্ধরা সেমাই), মসলা

(বসুন্ধরা মসলা) ইত্যাদি বাজারজাত করা হয়ে থাকলেও উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রকার চাল তদন্তকালীন দেখা যায়নি।

(২) ইন্টারনেটে বসুন্ধরা ব্র্যান্ড সম্বলিত চালের প্যাকেট দৃষ্টগোচর হয়েছে। এ বিষয়ে বসুন্ধরা ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃপক্ষ বাজারে অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। অনুসন্ধান কার্যক্রমের ফলাফল বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে অবহিত করার পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে।

সার্বিক বিবেচনায় বসুন্ধরা ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন পরিপন্থি কোনো কর্মকান্ড সংঘটিত হয়েছে মর্মে তদন্ত দলের নিকট প্রতীয়মান হয়নি।”

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনুসন্ধান দল বাবু বাজার, ঢাকা চালের আড়ত, শান্তি নগর কাঁচাবাজার, যাত্রাবাড়ী, মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট ও বিভিন্ন সুপারশপসহ বেশ কয়েকটি বাজার পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে অনুসন্ধানকারীগণ বিভিন্ন প্রকার প্যাকেটজাত চালের মূল্যের তারতম্য লক্ষ্য করে। কত তারিখে পরিদর্শন করা হয়েছে, পরিদর্শনকালে কোন্ কোন্ আড়ত কিংবা দোকান পরিদর্শন করা হয়েছে, চালের ব্যবসা সংক্রান্তে সরেজমিনে তদন্তে কারো সাথে কথা কিংবা ইন্টারভিউ করা হয়েছে কি না সে সব বিষয়ে অনুসন্ধান প্রতিবেদনে কোন তথ্য পাওয়া গেল না। বিভিন্ন প্রকার প্যাকেটজাত চালের মূল্যের তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে মর্মে বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্যাকেটজাত চালের নাম/ মার্কা উল্লেখ করা হয় নি, এমনকি মূল্যের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের তারতম্য তারা লক্ষ্য করেছেন তারও কোন উল্লেখ নেই। মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে চ্যানেল আই এর ১/২/২০২২ তারিখের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বসুন্ধরাসহ ৬টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান চালের বাজারে সিন্ডিকেট করছে। উক্ত বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় কিংবা প্রতিবেদটিতে বর্ণিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন প্রতিনিধির সাথে অনুসন্ধানকারী দল কথা বলেছেন কি না সে বিষয়েও অনুসন্ধান প্রতিবেদনে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। এ সব কারণে অনুসন্ধান প্রতিবেদনটি অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো গভীরভাবে মনোনিবেশ করে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ ছিল বলে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের লিখিত বক্তব্যের ১ম ০৮টি প্যারাতে অনুসন্ধান প্রতিবেদন সরবরাহকরণ, প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ১৫, ১৬ ও ১৮ নং ধারার ব্যাখ্যা, ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্টের প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত, Price fixing/Price Cartel, Excessive Price Action/ Price Abuse, Dominant Market Position, Excessive Pricing, Collusive Price fixing, Market operator, Oligopoly, প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রমাণের উদ্দেশ্যে ইত্যাদি সম্পর্কে যুক্তি/ তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। সর্বশেষ ০৯ নং প্যারায় বলা হয়েছে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান ধান-চালের ব্যবসার সাথে জড়িত নয় এবং প্রতিষ্ঠানটি কোনভাবেই চালের সরবরাহ, বাজার বা সেবার সংস্থানকে সীমিত বা নিয়ন্ত্রণ করে নি। প্রতিপক্ষ চালের ব্যবসার সাথে জড়িত না থাকলে উপরে উল্লিখিত ০৮ টি প্যারার বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। ১২/১/২০২৩ তারিখে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের ১ জন প্রতিনিধি তদন্ত দলকে জানিয়েছেন প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান চালের ব্যবসার সাথে জড়িত নয় এবং বাজারে বসুন্ধরা ব্র্যান্ডের কোন প্রকার চালের অস্তিত্ব নেই। ১৫/১/২০২৩ তারিখে অত্র মামলার সাথে সম্পৃক্ত তদন্ত দল কর্তৃক প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের পানগাঁও, কোন্ডা, দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জস্থ ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করে দেখতে পান যে, প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের চালের কোন উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়ে তদন্ত দল কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির নিকটবর্তী হাসনাবাদ বাজারের কিছু খুচরা ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলেও বাজারে বসুন্ধরা ব্র্যান্ডের কোন চালের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় নি। তদন্ত দল ঢাকার বাবু বাজার, শান্তি নগর বাজার, নিউ মার্কেট বাজার, যাত্রাবাড়ি বাজার, শনির আখড়া বাজার, জুরাইন বাজার, আজিমপুর বাজার, মিনা বাজার, আগোরা, স্বপ্নসহ বেশ কয়েকটি কাঁচা বাজার ও সুপারশপ পরিদর্শন করেছে বলে তদন্ত প্রতিবেদনের ৭ নং প্যারায় (চালের বাজার পর্যালোচনা) উল্লেখ করা হয়েছে। এ জাতীয় বক্তব্য অস্পষ্ট প্রকৃতির বলে অগ্রহণযোগ্য। এ ক্ষেত্রে পরিদর্শনের তারিখ, সময়, পরিদর্শন দোকানের/ ব্যবসায়ীর পরিচিতি ইত্যাদি তদন্ত প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয় নি। আজিমপুর বাজার নামে রাজধানীতে কোন প্রকার বাজার আছে কি না তা তদন্ত দল আরো পরীক্ষা করে দেখতে পারে। যদি এ নামে কোন বাজার না থেকে থাকে তবে এ জাতীয় তথ্য পুরো প্রতিবেদনের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে প্রশ্নের উদ্রেগ করবে এবং এটাই স্বাভাবিক। তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত অংশের ২ নং প্যারায় বলা হয়েছে, ইন্টারনেটে বসুন্ধরা ব্র্যান্ড সম্বলিত চালের প্যাকেট দৃষ্টিগোচর হয়েছে যা সম্পর্কে বসুন্ধরা ফুড এ্যান্ড বেভারেজ

ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃপক্ষ বাজারে অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান এরূপ অনুসন্ধান কার্যক্রমের অগ্রগতির বিষয়ে কমিশনকে অবহিত করা হয়নি।

সার্বিক পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষনান্তে কমিশন কর্তৃক গৃহিত পর্যবেক্ষনসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) অত্র মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ও অনুসন্ধান প্রতিবেদনের বিষয়ে উল্লিখিত অস্পষ্ট এবং দুর্বল দিকগুলোর প্রতি তদন্ত দল এবং অনুসন্ধান দলের সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক তাদের বক্তব্য গ্রহণ করা হোক;

(খ) ইন্টারনেটে বসুন্ধরা ব্র্যান্ড সম্বলিত চালের প্যাকেট দৃষ্টিগোচর হয়েছে মর্মে তদন্ত দল কর্তৃক প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান তদন্ত দলকে জানান যে, বসুন্ধরা ফুড এ্যান্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃপক্ষ বাজারে অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। উক্ত অনুসন্ধান কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান কমিশনকে অবহিত করেনি। এ বিষয়ের অগ্রগতি অনতিবিলম্বে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান কমিশনকে অবহিত করবে। উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণসমূহের আলোকে অত্র মোকদ্দমার কার্যক্রম নথিজাত করা হলো।

মোঃ হাফিজুর রহমান সদস্য	সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান সদস্য	প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী চেয়ারপার্সন